যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১০৫০

১/ বিবিধ

আরবী

الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة

موضوع

ذكره الترمذي في " سننه " معلقا بدون إسناد، ومشيرا إلى تضعيفه بقوله (1/282)
ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره
قلت: وأصله ما أخرجه ابن ماجه (3127) وابن عدي في " الكامل " (316/2 ـ 317/1) والحاكم (2/389) والبيهقي في " سننه " (9/261) من طريق عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال
" قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة، قال: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة
أورده ابن عدي في ترجمة عائذ الله هذا وقال
لا يصح حديثه، وروى هذا عن البخاري أيضا، ثم ساق هذا الحديث
وأما الحاكم فقال عفى الله عنا وعنه
صحيح الإسناد! ورده الذهبي بقوله
قلت: عائذ الله قال أبو حاتم: منكر الحديث
قلت: وهذا يوهم أنه سالم ممن فوقه، وليس كذلك فإن أبا داود هذا مطعون فيه أيضا، بل هو أولى بتعصيب الجناية به من الراوي عنه، لأنه متهم بالكذب، بل إن الذهبي

نفسه قال عنه في ترجمة عائذ الله: يضع
وقال ابن حبان في " الضعفاء " (3/55)
يروي عن الثقات الموضوعات توهما، لا يجوز الاحتجاج به، هو الذي روى عن زيد ابن أرقم.. فذكر هذا الحديث
وقال الحافظ المنذري في " الترغيب " (2/101 ـ 102) معقبا على الحاكم
بل واهية، عائذ الله هو المجاشعي، وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط
وقال البوصيري في " الزوائد
في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك، واتهم بوضع الحديث

বাংলা

১০৫০। কুরবানীকারীর জন্য তার প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব অর্জিত হবে।

হাদীসটি জাল।

এটি ইমাম তিরমিযী তার "সুনান" গ্রন্থে বিনা সনদে মুয়াল্লাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিম্নের ভাষা দ্বারা দুর্বল হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। তিনি বলেন ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটির মূল ইবনু মাজাহ (৩১২৭), ইবনু আদী "আল-কামেল" গ্রন্থে (২/৩১৬ - ১/৩১৭), হাকিম (২/৩৮৯) ও বাইহাকী তার "সুনান" গ্রন্থে (৯/২৬১) আয়েযুল্লাহ সূত্রে আবু দাউদ হতে, তিনি যায়েদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথীগণ বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! এ কুরবানীগুলো কেন? তিনি বললেনঃ তোমাদের পিতা ইবরাহীমের সুন্নাত। তারা বললঃ আমাদের জন্য তাতে কী রয়েছে হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব। একজন বললঃ পশম হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেনঃ পশমের প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে সওয়াব রয়েছে।

এটিকে ইবনু আদী আয়েযুল্লার জীবনীতে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীসটি সহীহ নয়। তিনি ইমাম বুখারী হতেও অনুরূপ কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। হাকিম বলেছেনঃ সনদটি সহীহ হাফিয যাহাবী তার প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ আয়েযুল্লাহ সম্পর্কে আবু হাতিম বলেনঃ তিনি মুনকারুল হাদীস।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ হতে ধারণা হতে পারে যে, তার উপরের বর্ণনাকারী নিরাপদ। আসলে তা নয়। কারণ আবু দাউদও দোষী ব্যক্তি। বরং তার থেকে বর্ণনাকারীর চেয়ে তার (আবু দাউদ) দ্বারা দোষ বর্ণনা করাই বেশী উত্তম। কারণ তিনি মিথ্যার দোষে দোষী। হাফিয যাহাবী নিজে আয়েযুল্লাহর জীবনীর মধ্যে তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি জালকারী। ইবনু হিব্বান "আয-যুয়াফা" (৩/৫৫) বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্যদের উদ্বৃতিতে সন্দেহ করে বানোয়াট হাদীস বর্ণনাকারী। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। তিনিই যায়েদ ইবনু আরকাম হতে বর্ণনা করেছেন।

হাফিয মুনযেরী “আত-তারগীব” গ্রন্থে (২/১০১-১০২) হাকিমের সমালোচনা করে বলেছেনঃ বরং তিনি নিতান্তই দুর্বল। আয়েযুল্লাহ হচ্ছেন আল-মুশাজেঈ আর আবু দাউদ হচ্ছেন নুফায়ে’ ইবনু হারেস আলআ’মা আর তারা দু’জনই সাকেত (নিক্ষিপ্ত)।

বুসয়রী "আয-যাওয়ায়েদ" গ্রন্থে বলেনঃ তার সনদে আবু দাউদ রয়েছেন তিনি মাতরূক। তাকে হাদীস জাল করার দোষে দোষী করা হয়েছে।

হাদিসের মান: জাল (Fake) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=71929

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন